বাংলা ব্যাকরণ

ধ্বনি ও বর্ণ

তানহি খান তানহা

ধ্বনি ও বর্ণ

P2A Preliminary Question Analysis

বিসিএস বাংলা ভাষা

ক্রমিক নং	টপিকের নাম	৪৫তম	৪৪তম	৪৩তম	৪২তম	৪১তম	৪০তম	৩৮তম	৩৭তম	৩৬তম	৩৫তম
০১	প্রয়োগ-অপপ্রয়োগ	১	১					১	১	-	-
০২	বানান ও বাক্য শুদ্ধি	২	১	১	৩	২	১	২	৩	-	৩
০৩	পরিভাষা	১	১	১	১		১	১	২	১	১
০৪	সমার্থক শব্দ	১	১				২	১	১	১	২
০৫	বিপরীতার্থক শব্দ	১			২		১	১	-	১	১
০৬	ধ্বনি	১	১	৩	১	২		৩	২	২	২
০৭	বর্ণ	১				১		১	-	২	-
০৮	শব্দ	২	২	১	১	১	২	২	২	১	১
০৯	পদ	১						-	-	২	১
১০	বাক্য	১	১	২	১	৩		১	-	১	১
১১	প্রত্যয়			১	১	১	২	২	-	১	১
১২	সন্ধি		১					১	-	১	১
১৩	সমাস		১	১	১	১		১	২	১	১

P2A

ধ্বনি ও বর্ণ থেকে বিভিন্ন বিসিএসে আসা প্রশ্ন

- 'ধ্বনি' সম্পর্কে নিচের কোন বাক্যটি সঠিক নয়? (৪৫ বিসিএস)
- সর্বপ্রথম বাংলা ভাষার ব্যাকরণ রচনা করেন কে? (৪৫ বিসিএস)
- ভাষা চিন্তার শুধু বাহনই নয়, চিন্তার প্রসূতিও– মন্তব্যটি কোন ভাষা চিন্তকের? (৪৫ বিসিএস)
- উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী নিচের কোনটি উচ্চমধ্য-সম্মুখ স্বরধ্বনি? (৪৫ বিসিএস)
- স্বরান্ত অক্ষরকে কী বলে? (৪৫ বিসিএস)
- নিম্ন বিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি? (৪৩ বিসিএস)
- বাগযন্ত্রের অংশ কোনটি? (৪৩ বিসিএস)
- ব্যঞ্জনধ্বনির সংক্ষিপ্ত রূপকে কী বলে? (৪১ বিসিএস)

ধ্বনি ও বর্ণ থেকে বিভিন্ন বিসিএসে আসা প্রশ্ন

১. বর্গের কোন বর্ণসমূহের ধ্বনি মহাপ্রাণধ্বনি? (৩৭ বিসিএস)

২. বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কয়টি? (৩৮ বিসিএস)

৩. ক্ষ যুক্তবর্ণটি কীভাবে গঠিত হয়েছে? (৩৮ বিসিএস)

৪. নিচের কোন শব্দে স্বভাবতই 'ণ' এর ব্যবহার হয়েছে? (৩৬ বিসিএস)

ব্যাকরণ

বি + আ + √কৃ + অন = ব্যাকরণ

সংস্কৃত শব্দ

বিশেষভাবে বিশ্লেষণ

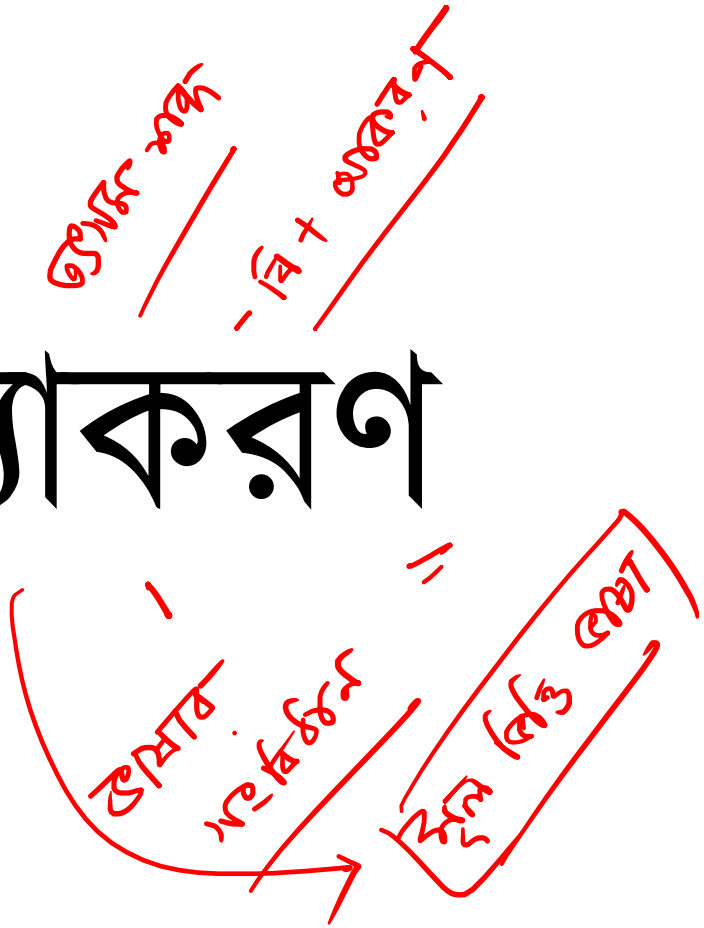

P2A

ব্যাকরণ

- যে শাস্ত্র পাঠ করলে ভাষাকে বিশ্লেষণ করে এর বিভিন্ন উপাদানের স্বরূপ ও প্রকৃতি নির্ণয় করা যায় এবং ভাষা শুদ্ধরূপে বলতে, পড়তে এবং লিখতে পারা যায় তাকে ব্যাকরণ বলে।
- ব্যাকরনকে বলা হয় ভাষার সংবিধান। যার মূল ভিত্তি ভাষা।

বাংলা ব্যাকরণ রচনার ইতিহাস

প্রখ্যাত সংস্কৃত ব্যাকরণবিদ পাণিনি

তিনি খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ সালে 'অষ্টাধ্যায়ী' নামক একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন।

বাংলা ভাষার প্রথম লিখিত ব্যাকরণ

পর্তুগিজ পাদরি **মানোএল্-দা-আস্সুম্পসাঁও** রচনা করেন বাংলা পর্তুগিজ শব্দকোষ Vocabulario em Idioma Bengalla e Portuguez।

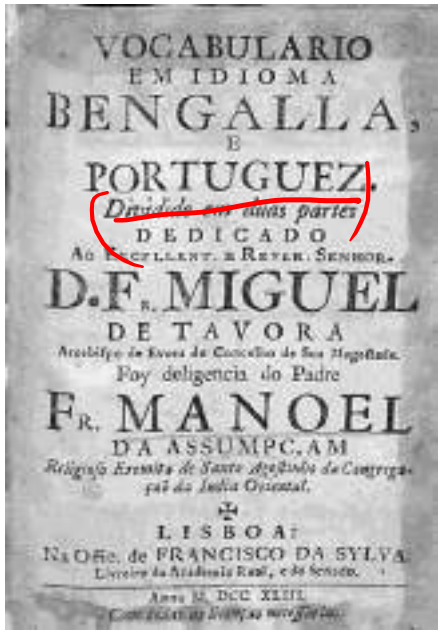
VOCABULARIO
EM IDIOMA
BENGALLA,
E
PORTUGUEZ,
Dividido em duas partes
DEDICADO
AO EXCELLENT. E REVER. SENHOR.
D.F. MIGUEL
DE TAVORA
Foy deligencia do Padre
FR. MANOEL
DA ASSUMPC.AM
LISBOA:
Na Offic. de FRANCISCO DA SYLVA

VOCABULARIO
EM IDIOMA
BENGALLA
E
PORTUGUEZ

১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন থেকে এটি রোমান হরফে মুদ্রিত হয়।

P2A

বাংলা ভাষার প্রথম লিখিত ব্যাকরণ

- পর্তুগিজ ধর্মযাজক মানোএল দ্য আসসুম্পসাঁউ বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পর্তুগালের লিসবন শহর থেকে রোমান হরফে মুদ্রিত তাঁর লেখা Vocabolario em idioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas partes শীর্ষক গ্রন্থটির প্রথমার্ধে রয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত, খন্ডিত ও অপরিকল্পিত বাংলা ব্যাকরণ।
- এর দ্বিতীয়াংশে রয়েছে বাংলা-পর্তুগিজ ও পর্তুগিজ-বাংলা শব্দাভিধান। মানোএল ভাওয়ালের একটি গির্জায় ধর্মযাজকের দায়িত্ব পালনের সময় নিজের ও ভবিষ্যৎ ধর্মযাজকদের প্রয়োজনে এই ব্যাকরণ রচনা করেন। বাংলা ভাষার বিকাশ ঘটানো তাঁর লক্ষ্য ছিল না।

VOCABULARIO
EM IDIOMA
BENGALLA,
E
PORTUGUEZ.
Dividido em duas partes
DEDICADO
AO EXCELLENT. E REVER. SENHOR.
D.F. MIGUEL
DE TAVORA
Foy deligencia do Padre
FR. MANOEL
DA ASSUMPC.AM
LISBOA:
Na Offic. de FRANCISCO DA SYLVA

P2A

ইংরেজি ভাষায় রচিত পূর্ণাঙ্গ বাংলা ব্যাকরণ

A Grammar of the Bengal Language (১৭৭৮)

নাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড।

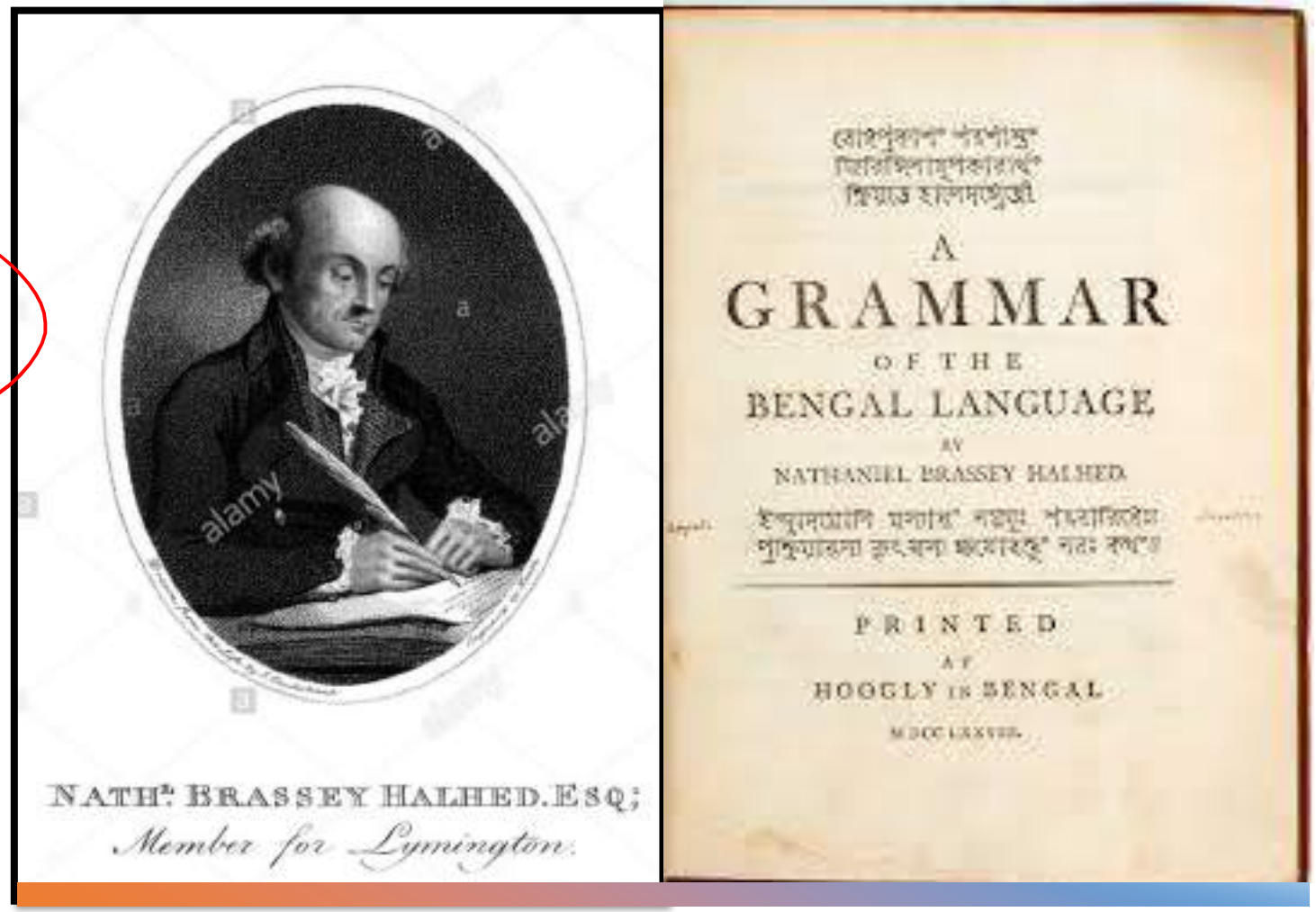

A Grammar of the Bengalee Language (১৮০১)

উইলিয়াম কেরি

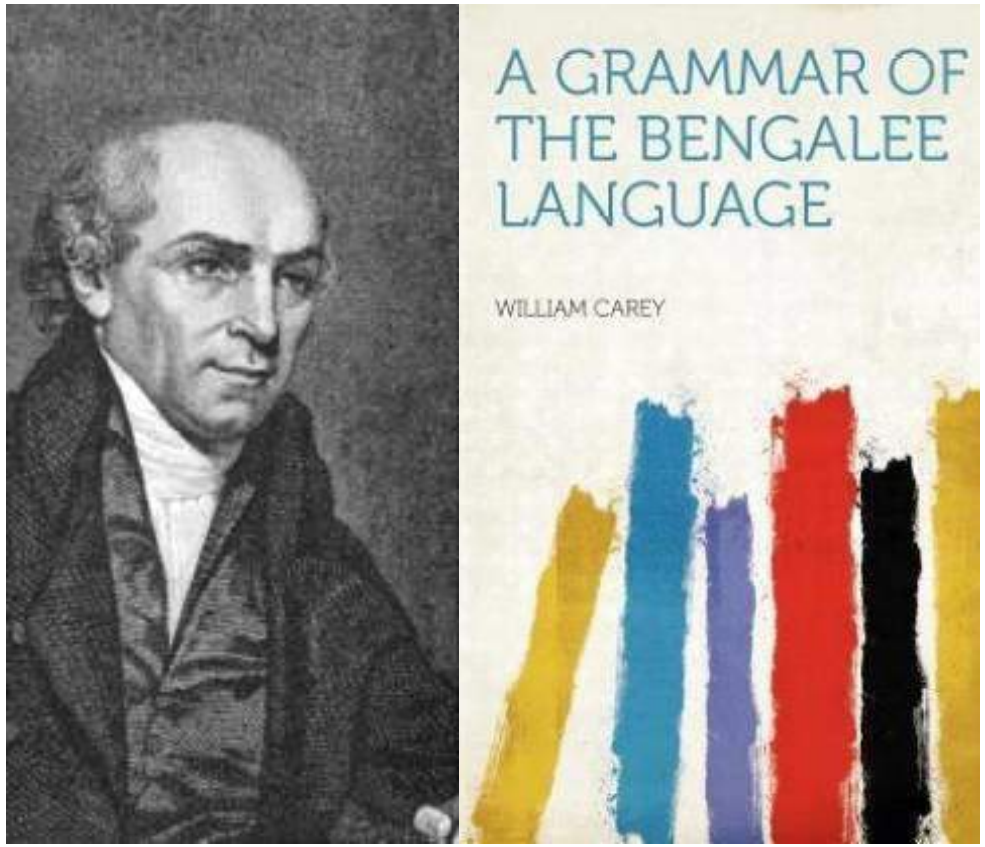

P2A

Bengalee Grammar in English Language (১৮২৬)

বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত থেকে একেবারে আলাদা ভাষার মর্যাদা দিয়ে ব্যাকরণ রচনায় প্রথম উদ্যোগী হন রামমোহন রায়।

তিনি প্রথমে বাংলা ব্যাকরণ লেখেন ইংরেজি ভাষায়।

Raja Ram Mohan Roy

গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)

পরে বাংলা ভাষায় লেখেন গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩)

গৌড়ীয ব্যাকরণ।

হিন্দু কালেজ

তাঁর গৌড়ীয় ব্যাকরণেই প্রথম বাংলা ভাষার প্রকৃত স্বরূপ চিহ্নিত করার প্রয়াস লক্ষ করা গেছে।

বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ

গৌড়ীয় ব্যাকরণই বাঙালির লেখা বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ

Raja Ram Mohan Roy

	বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ	বাংলা ভাষার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ব্যাকরণ/ ব্যাকরণ গ্রন্থ	বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম বাংলা ব্যাকরণ
নাম	Vocabolario em idioma Bengalla, e Portuguez dividido em duas partes (বাংলা ও পোর্তুগিজ ভাষার শব্দকোষ; দুই ভাগে বিভিক্ত)	A Grammar of the Bengal Language	গৌড়ীয় ব্যাকরণ (ইংরেজি নাম: Bengalee Grammar in English Language)
লেখক	মানোএল দ্য আসসুম্পসাঁউ	নাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড। (সর্বপ্রথম বাংলা টাইপ সহযোগে বাংলা ব্যাকরণ মুদ্রণ করেন)	রাজা রামমোহন রায়
ভাষা	পর্তুগিজ (রোমান হরফ)	ইংরেজি	বাংলা
রচনা	১৭৩৪ (ভাওয়াল, গাজীপুর)	১৭৭৮(হুগলি)	১৮২৬(ইংরেজিতে)
প্রকাশ	১৭৪৩ (লিসবন, পর্তুগাল)	১৭৭৮(হুগলি)	১৮৩৩(বাংলায়)

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

পরিচ্ছেদ ২

বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণ ও বাংলা ব্যাকরণ

ব্যাকরণে ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। ধ্বনি, শব্দ, বাক্য ইত্যাদি বিশ্লেষণের মাধ্যমে ভাষার মধ্যকার সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য খুঁজে বের করা ব্যাকরণের কাজ। ব্যাকরণগ্রন্থে এসব বৈশিষ্ট্যকে সূত্রের আকারে সাজানো হয়ে থাকে।

যে বিদ্যাশাখায় বাংলা ভাষার স্বরূপ ও প্রকৃতি বর্ণনা করা হয় তাকে বাংলা ব্যাকরণ বলে।

প্রথম বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয় ১৭৪৩ সালে পর্তুগিজ ভাষায়। এর লেখক ছিলেন মানোএল দা আসসুম্পসাঁউ। তাঁর বাংলা-পর্তুগিজ অভিধানের ভূমিকা অংশ হিসেবে তিনি এটি রচনা করেন। এরপর ১৭৭৮ সালে প্রকাশিত হয় নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড প্রণীত ইংরেজি ভাষায় রচিত পূর্ণাঙ্গ একটি বাংলা ব্যাকরণ। বইটির নাম 'এ গ্রামার অব দি বেঙ্গল ল্যাঙ্গুয়েজ'। ১৮০১ সালে উইলিয়াম কেরি এবং ১৮২৬ সালে রামমোহন রায় ইংরেজি ভাষায় আরো দুটি উল্লেখযোগ্য বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। ১৮৩৩ সালে প্রকাশিত রামমোহন রায়ের 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বাংলা ব্যাকরণ।

গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকরণ ও রচয়িতা

- ✓ অমরকোষ- সংস্কৃত অভিধান
- ✓ ব্যাকরণ কৌমুদি (১৮৫৩) -ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
- ✓ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৮৮২) -হরপ্রসাদ শাস্ত্রী
- ✓ বাঙ্গালা ব্যাকরণ, বাঙলা ভাষার ইতিবৃত্ত, আঞ্চলিক অভিধান - ড.মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
- ✓ ভাষার ইতিবৃত্ত- ড. সুকুমার সেন
- ✓ ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ(১৯৩৯), বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশের বিস্তৃতি -ড.সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
- ✓ ব্যাকরণ মঞ্জরী-(১৯৫১) -ড. মুহম্মদ এনামুল হক
- ✓ ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব- ড. আব্দুল হাই
- ✓ বাংলা ভাষার পরিচয়, বাংলা শব্দতত্ত্ব- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভাষার মৌলিক অংশ ৪টি

ধ্বনি

শব্দ

বাক্য

অর্থ

ব্যাকরণের মূল আলোচ্য বিষয় ৪টি

- ধ্বনিতত্ত্ব (Phonology)
- শব্দতত্ত্ব বা রূপতত্ত্ব (Morphology)
- বাক্যতত্ত্ব বা পদক্রম (Syntax)
- অর্থতত্ত্ব (Semantics)

ধ্বনিতত্ত্ব
(Phonology)

- ধ্বনির উচ্চারণবিধি
- ধ্বনির পরিবর্তন
- সন্ধি/ধ্বনিসংযোগ
- ণত্ব ও ষত্ব বিধান
- বানান, বানানের নিয়ম
- বাগ্‌যন্ত্র
- বর্ণমালা, বর্ণ বিন্যাস

শব্দতত্ত্বের বা রূপতত্ত্ব (Morphology)

- সমাস
- প্রকৃতি-প্রত্যয়
- অনুসর্গ
- উপসর্গ
- ক্রিয়ার কাল
- পদ প্রকরণ (পদ পরিবর্তন বাক্যতত্ত্বের বিষয়)
- বচন

শব্দতত্ত্বের বা রূপতত্ত্ব (Morphology)

- পুরুষ ও স্ত্রীবাচক শব্দ
- দ্বিরুক্ত শব্দ
- সংখ্যাবাচক শব্দ
- পদাশ্রিত নির্দেশক
- ধাতু
- শব্দের শ্রেণিবিভাগ
- কারক (নতুন বইতে বাক্যতত্ত্বের)

বাক্যতত্ত্ব

(Syntax)-অংশের আলোচ্য বিষয়

- বাক্য
- বাক্য পরিবর্তন
- বাক্য প্রকরণ
- বাক্য রূপান্তর
- প্রবাদ প্রবচন
- বাক্যে পদ-সংস্থাপনার ক্রম বা পদক্রম
- বাক্যের প্রকারভেদ
- বাগধারা (নতুন বইতে অর্থতত্ত্ব)
- বাচ্য
- উক্তি
- যতি ও ছেদ চিহ্ন
- কারক

নতুন

অর্থতত্ত্ব

(Semantics)

- শব্দের অর্থবিচার
- বাক্যের অর্থবিচার
- অর্থের প্রকারভেদ; মুখ্যার্থ, গৌণার্থ, বিপরীতার্থ
- বাগধারা (পুরাতন বইতে বাক্যতত্ত্ব)

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি
(নতুন বই)

ব্যাকরণের আলোচ্য বিষয়

ভাষা হলো বাক্যের সমষ্টি। বাক্য গঠিত হয় শব্দ দিয়ে। আবার শব্দ তৈরি হয় ধ্বনি দিয়ে। এদিক থেকে ভাষার ক্ষুদ্রতম উপাদান হলো ধ্বনি। এই ধ্বনি, শব্দ, বাক্য – প্রত্যেকটি অংশই ব্যাকরণের আলোচ্য। এছাড়া শব্দের ও বাক্যের বহু ধরনের অর্থ হয়। সেসব অর্থ নিয়েও ব্যাকরণে আলোচনা করা হয়। ব্যাকরণের এসব আলোচ্য বিষয় বিভক্ত হয় অন্তত চারটি ভাগে, যথা – ধ্বনিতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব, বাক্যতত্ত্ব ও অর্থতত্ত্ব।

ধ্বনিতত্ত্ব

ধ্বনিতত্ত্বের আলোচ্য বিষয় ধ্বনি। লিখিত ভাষায় ধ্বনিকে যেহেতু বর্ণ দিয়ে প্রকাশ করা হয়, তাই বর্ণমালা সংক্রান্ত আলোচনা এর অন্তর্ভুক্ত। ধ্বনিতত্ত্বের মূল আলোচ্য বাগ্‌যন্ত্র, বাগ্‌যন্ত্রের উচ্চারণ-প্রক্রিয়া, ধ্বনির বিন্যাস, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য, ধ্বনিদল প্রভৃতি।

রূপতত্ত্ব

রূপতত্ত্বে শব্দ ও তার উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই আলোচনায় বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদি স্থান পায়। বিশেষ গুরুত্ব পায় শব্দগঠন প্রক্রিয়া।

বাক্যতত্ত্ব

বাক্যতত্ত্বে বাক্য নিয়ে আলোচনা করা হয়। বাক্যের নির্মাণ এবং এর গঠন বাক্যতত্ত্বের মূল আলোচ্য। বাক্যের মধ্যে পদ ও বর্গ কীভাবে বিন্যস্ত থাকে, বাক্যতত্ত্বে তা বর্ণনা করা হয়। এছাড়া এক ধরনের বাক্যকে অন্য ধরনের বাক্যে রূপান্তর, বাক্যের বাচ্য, উক্তি ইত্যাদি বাক্যতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। কারক বিশ্লেষণ, বাক্যের যোগ্যতা, বাক্যের উপাদান লোপ, যতিচিহ্ন প্রভৃতিও বাক্যতত্ত্বে আলোচিত হয়ে থাকে।

অর্থতত্ত্ব

ব্যাকরণের যে অংশে শব্দ, বর্গ ও বাক্যের অর্থ নিয়ে আলোচনা করা হয়, সেই অংশের নাম অর্থতত্ত্ব। একে বাগর্থতত্ত্বও বলা হয়। বিপরীত শব্দ, প্রতিশব্দ, শব্দজোড়, বাগ্‌ধারা প্রভৃতি বিষয় অর্থতত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া শব্দ, বর্গ ও বাক্যের ব্যঞ্জনা নিয়েও ব্যাকরণের এই অংশে আলোচনা থাকে।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

ব্যাকরণের মূল ভিত্তি কী?

ক) ধ্বনি

খ) শব্দ

গ) ভাষা

ঘ) বাক্য

প্রশ্নোত্তর পর্ব

সর্বপ্রথম কোন ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ লেখা হয়?

ক) বাংলা

খ) পোর্তুগিজ

গ) ফার্সি

গ) ইংরেজি

প্রশ্নোত্তর পর্ব

‘বাংলা ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ’ গ্রন্থের রচয়িতার নাম-

ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

খ) বিদ্যাপতি

গ) ড. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

৪১ বিসিএস

ধ্বনিতত্ত্ব ও শব্দতত্ত্বকে বাক্যে যথাযথভাবে ব্যবহার করার বিধানের নামই?

ক) রসতত্ত্ব

খ) রূপতত্ত্ব

গ) বাক্যতত্ত্ব

ঘ) ক্রিয়ার কাল

প্রশ্নোত্তর পর্ব

বর্ণের বিন্যাস কোন অংশের আলোচ্য বিষয়?

ক) পদক্রম

খ) রূপতত্ত্ব

গ) বাক্য প্রকরণ

ঘ) ধ্বনিতত্ত্ব

প্রশ্নোত্তর পর্ব

বাগ্‌ধারা ব্যাকরণের কোন অংশে আলোচনা করা হয়?

ক) রূপতত্ত্ব

খ) ধ্বনিতত্ত্ব

গ) অর্থতত্ত্ব

ঘ) অভিধানতত্ত্ব

ধ্বনি ও বর্ণ

ধ্বনি ও বর্ণ

আলোচনা করা হয়- ধ্বনিতত্ত্বে

বাগ্‌যন্ত্র বা বাক্‌প্রত্যঙ্গ

মানুষ কথা বলার সময় শরীরের যে সমস্ত অঙ্গ ব্যবহার করে, সেগুলোকেই একত্রে **বাগ্‌যন্ত্র** বলে।

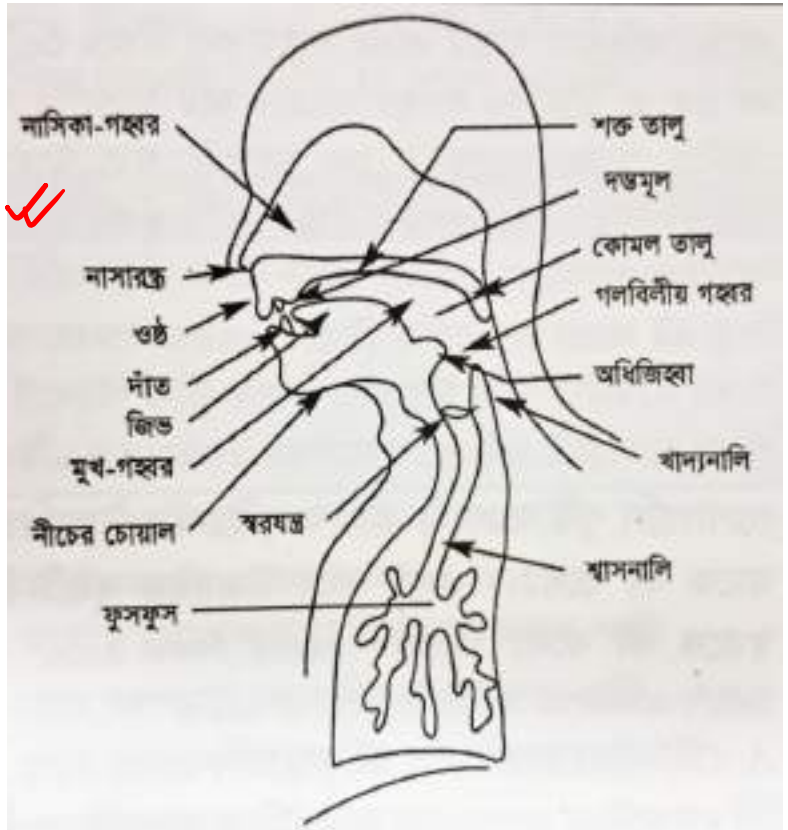

চিত্র ২.১ : বাগ্‌যন্ত্রের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গ

- বাগ্‌যন্ত্রের মধ্যে জিভ সবচেয়ে সচল ও সক্রিয়

৪৩ বিসিএস

বাগযন্ত্রের অংশ কোনটি?

ক) স্বরযন্ত্র

খ) ফুসফুস

গ) দাঁত

ঘ) উপরের সবগুলো

প্রশ্নোত্তর পর্ব

বাগ্‌যন্ত্রের অংশ নয় কোনটি?

ক) স্বরযন্ত্র

খ) ফুসফুস

গ) ঠোঁট

ঘ) হাত

ধ্বনি

ভাষার বাহন/মূল উপাদান

বা ক্ষুদ্রতম একক **ধ্বনি।**

শব্দের ক্ষুদ্রতম একক ধ্বনি।

এক নজরে উপাদান/উপকরণ/একক

ভাষার, বাক্যের, শব্দের **মূল উপাদান**- ধ্বনি

ভাষার মূল উপকরণ- বাক্য

বাক্যের মূল উপকরণ- শব্দ

শব্দের মূল উপকরণ- ধ্বনি

ভাষা ও বাক্যের মৌলিক উপাদান- শব্দ

শব্দের অর্থযুক্ত ক্ষুদ্রতম একক- রূপ

বর্ণ

বিভিন্ন ধ্বনিকে লেখার সময় বা নির্দেশ করার সময় যে **চিহ্ন** ব্যবহার করা হয়, তাকে **বর্ণ** বলে।

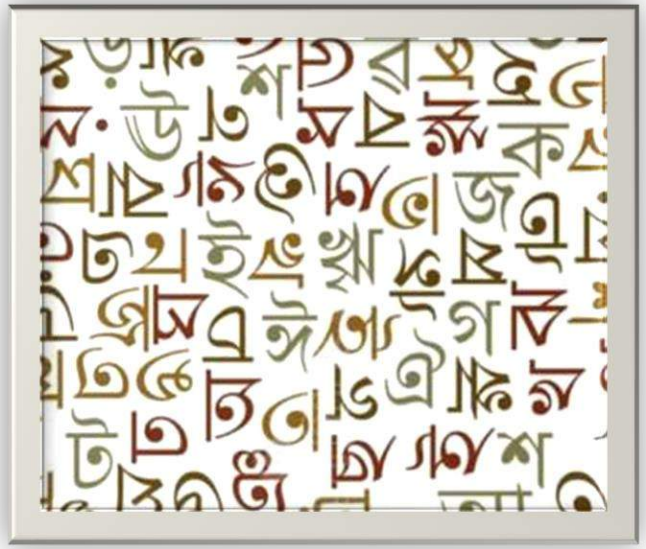

ধ্বনি ও বর্ণের সম্পর্ক

ধ্বনি মৌখিক রূপ, বর্ণ লৈখিক রূপ

ধ্বনি দৃশ্যমান নয়

অক্ষর

- কোনো শব্দের যতটুকু অংশ একটানে বা এক ঝোঁকে উচ্চারিত হয়, তাকে বাংলা ভাষায় **অক্ষর** বলে
- কোন শব্দ উচ্চারণের সময় আমরা সে **শব্দকে ভেঙে উচ্চারণ করি**। উচ্চারণের এই ভাঙা অংশটিকে অক্ষর বলে।
- অক্ষরের উদাহরণ 'আকাশ' শব্দে দুটি অক্ষর আছে 'আ' এবং 'কাশ'।

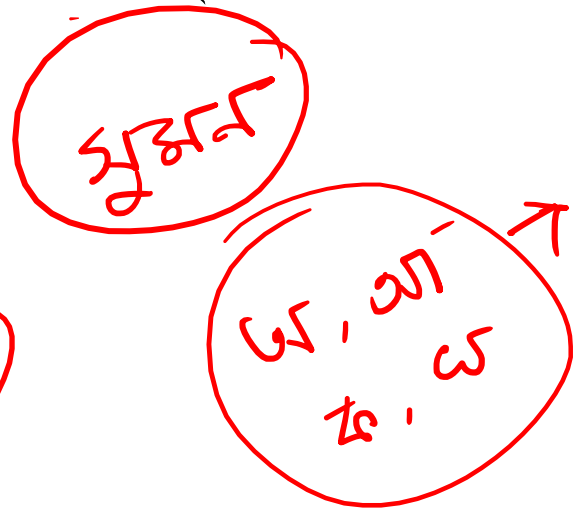

অক্ষর

অক্ষর হচ্ছে বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ।

অক্ষর কত প্রকার ও কি কি

অক্ষর দুই প্রকার হয়ে থাকে। যেমন– ১। স্বরান্ত অক্ষর ও ২। ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর।

১. স্বরান্ত অক্ষর:

যে সকল অক্ষরের শেষে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে স্বরান্ত অক্ষর বলে। যেমন- আশা = আ + শ + আ, ভাষা = ভ + আ + ষ + আ, ইত্যাদি। ইংরেজিতে বলে open syllable বা মুক্তাক্ষর

২. ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর:

যে অক্ষরগুলোর শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনি উচ্চারিত হয়, তাকে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বলে।

যেমন- পবন = প + বন, শীতল্ = শী + তল, ইত্যাদি। ইংরেজিতে বলে closed syllable বা বদ্ধাক্ষর

প্রশ্নোত্তর পর্ব

৩৬

'বন্ধন' শব্দের সঠিক অক্ষর বিন্যাস

ক. ব+ন্+ধ+ন্

খ. বন্+ধন্

গ. ব+ন্ধ+ন

ঘ. বান্+ধন্

বর্ণ ৫০টি

স্বরবর্ণ (১১টি)

ব্যঞ্জনবর্ণ (৩৯টি)

মোট বর্ণের সংখ্যা

বাংলা ভাষায় বর্ণমালার সংখ্যা?

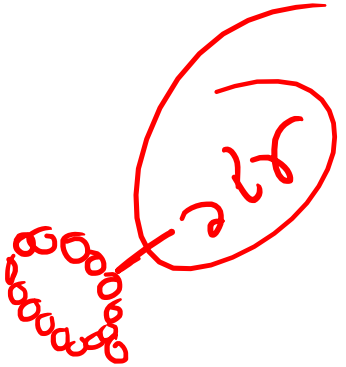

বাংলা বর্ণমালা

- প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে উপমহাদেশে ব্রাহ্মী লিপির জন্ম হয়। **বাংলা লিপির উদ্ভব হয় ব্রাহ্মী লিপি হতে।**
- ব্রাহ্মী লিপি পূর্ব-ভারতীয় শাখা, দশম শতক নাগাদ কুটিল লিপি নামে পরিচিত লাভ করে। **বাংলা লিপি এই কুটিল লিপির বিবর্তন রূপ।**

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ধ্বনি

- স্বরধ্বনি (০৭টি)
- ব্যঞ্জনধ্বনি (৩০টি)

- মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি: [ই], [এ], [অ্যা], [আ], [অ], [ও], উ]
- মৌলিক **ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি**: [প], [ফ], [ব], [ভ],[ত] [থ], [দ], [ধ], [ট], [ঠ], [ড], [ঢ], [চ], [ছ], [জ], [ঝ], [ক], [খ], [গ], [ঘ], [ম], [ন], [ঙ] [স্], [শ], [হ্], [ল], [র], [ড়], [ঢ়]

স্বরধ্বনি

ফুসফুস তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হয়না।

উচ্চারিত হতে কারো সাহায্য লাগেনা

স্বরবর্ণ

স্বরবর্ণের সংখ্যা: ১১

স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ: কার / কারবর্ণ

নিলীন বর্ণ: অ

পূর্ণমাত্রা: ৬

অর্ধমাত্রা: ১

মাত্রাহীন: ৪

কার সংখ্যা: ১০

মৌলিক স্বরধ্বনি: ৭

কারবর্ণ

- স্বরবর্ণের মোট ১০টি সংক্ষিপ্ত রূপ রয়েছে, এগুলোর নাম কারবর্ণ। কারবর্ণের স্বতন্ত্র ব্যবহার নেই। এগুলো ব্যঞ্জনবর্ণের আগে, পরে, উপরে, নিচে বা উভয় দিকে যুক্ত হয়। কোনো ব্যঞ্জনের সঙ্গে কারবর্ণ বা হসন্তচিহ্ন না থাকলে ব্যঞ্জনটির সঙ্গে একটি অ আছে বলে ধরে নেওয়া হয়।

মৌলিক স্বরধ্বনি

৭ টি

অ আ ই উ এ ও

অ্যা

অ্যা ধ্বনিজ্ঞাপক কোন বর্ণ নেই।

অ্যা ধ্বনির প্রবক্তা বা নামকরণ করেন ১৯৭৪ সালে ভাষা বিজ্ঞানী ড. মুহম্মদ আবদুল হাই।

যৌগিক স্বরধ্বনি

২৫ টি

যৌগিক স্বরজ্ঞাপক বর্ণ: ২টি

ঐ=

ঔ=

এই

ঐ = অই

ঔ = ঔই

যৌগিক স্বরধ্বনির আরেক নাম দ্বিস্বরধ্বনি, সন্ধিস্বর, সান্ধ্যক্ষর।

দ্বিস্বরধ্বনি

পূর্ণ স্বরধ্বনি ও অর্ধস্বরধ্বনি একত্রে উচ্চারিত হলে দ্বিস্বরধ্বনি হয়। যেমন – 'লাউ' শব্দের [আ] পূর্ণ স্বরধ্বনি এবং [উ] অর্ধস্বরধ্বনি মিলে দ্বিস্বরধ্বনি [আউ] তৈরি হয়েছে। দ্বিস্বরধ্বনির কিছু উদাহরণ:

[আই]: তাই, নাই
[এই]: সেই, নেই
[আও]: যাও, দাও
[আএ]: খায়, যায়
[উই]: দুই, রুই
[অএ]: নয়, হয়
[ওউ]: মৌ, বউ
[ওই]: কৈ, দই
[এউ]: কেউ, ঘেউ

বাংলা বর্ণমালায় দুটি দ্বিস্বরধ্বনির জন্য আলাদা বর্ণ নির্ধারিত আছে, যথা: ঐ এবং ঔ। ঐ-এর মধ্যে দুটি ধ্বনি আছে, একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [ই]। একইভাবে ঔ-এর মধ্যে রয়েছে একটি পূর্ণ স্বরধ্বনি [ও] এবং একটি অর্ধস্বরধ্বনি [উ]।

বর্ণমালায় যৌগিক স্বরধ্বনির সংখ্যা ২৫ টি। যথা:

১.	অ + এ = অয়	উদা: বয়, ময়না, জয়, ভয়
২.	অ + ও = অও	উদা: বও, লও, সওদা
৩.	আ + ই = আই	উদা: খাই, ভাই, যাই
৪.	আ + উ = আউ	উদা: লাউ, জাউ
৫.	আ + এ = আয়	উদা: খায়, যায়
৬.	আ + ও = আও	উদা: খাও, যাও
৭.	ই + ই = ইই	উদা: দিই, নিই
৮.	ই + উ = ইউ	উদা: শিউলি, পিউ
৯.	ই + এ = ইয়ে	উদা: বিয়ে, দিয়ে, নিয়ে
১০.	ই + ও = ইও	উদা: দিও, নিও
১১.	উ + আ = উয়া	উদা: কুয়া, দুয়া
১২.	উ + ই = উই	উদা: শুই, দুই
১৩.	উ + উ = উউ	উদা: কুউ (কোকিলের ডাক)
১৪.	এ + আ = এয়া	উদা: কেয়া, খেয়া
১৫.	এ + ই = এই	উদা: সেই, নেই, দেই
১৬.	এ + উ = এউ	উদা: ঢেউ, কেউ, সেউতি
১৭.	এ + এ = এয়	উদা: পেয়, প্রদেয়
১৮.	এ + ও = এও	উদা: খেও, দেও
১৯.	ও + ই = ওই (ঐ)	উদা: বই, মই, দই
২০.	ও + উ = ওউ (ঔ)	উদা: বউ, মৌ, নৌকা
২১.	ও + এ = ওয়	উদা: শোয়, ধোয়, ছোঁয়
২২.	ও + ও = ওও	উদা: শোও, ধোও, ছোঁও
২৩.	অ্যা + এ = অ্যায়	উদা: ন্যায়
২৪.	অ্যা + ও = অ্যাও	উদা: শ্যাওলা, ক্যাওড়া
২৫.	অ্যা + ই = অ্যাই	উদা: অ্যাই (সম্বোধনের ক্ষেত্রে)

উচ্চারণের সময় বিবেচনায়

হ্রস্বস্বর ৪ টি - অ ই উ ঋ

দীর্ঘস্বর ৭টি - আ ঈ ঊ এ ঐ ও ঔ

অর্ধস্বরধ্বনি

বাংলায় **অর্ধস্বরধ্বনির** সংখ্যা - ৪টি

এ, উ, ই, ও

এগুলিও অর্ধস্বরধ্বনি

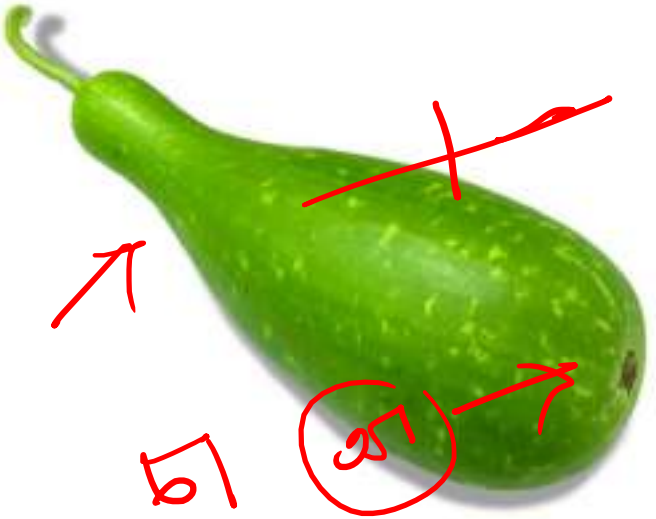

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

এগুলি ও

অর্ধস্বরধ্বনি

যেসব স্বরধ্বনি পুরোপুরি উচ্চারিত হয় না সেগুলোকে অর্ধস্বরধ্বনি বলে। বাংলা ভাষায় অর্ধস্বরধ্বনি চারটি: [ই্], [উ্], [এ্] এবং [ও্]। স্বরধ্বনি উচ্চারণ করার সময়ে টেনে দীর্ঘ করা যায়, কিন্তু অর্ধস্বরধ্বনিকে কোনোভাবেই দীর্ঘ করা যায় না। যেমন –

'চাই' শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে: [আ] এবং [ই্]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [ই্] হলো অর্ধস্বরধ্বনি।

একইভাবে 'লাউ' শব্দে দুটি স্বরধ্বনি আছে: [আ] এবং [উ্]। এখানে [আ] হলো পূর্ণ স্বরধ্বনি, [উ্] হলো অর্ধস্বরধ্বনি।

P2A

জিভের অগ্রপশ্চাত অবস্থান অনুযায়ী স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

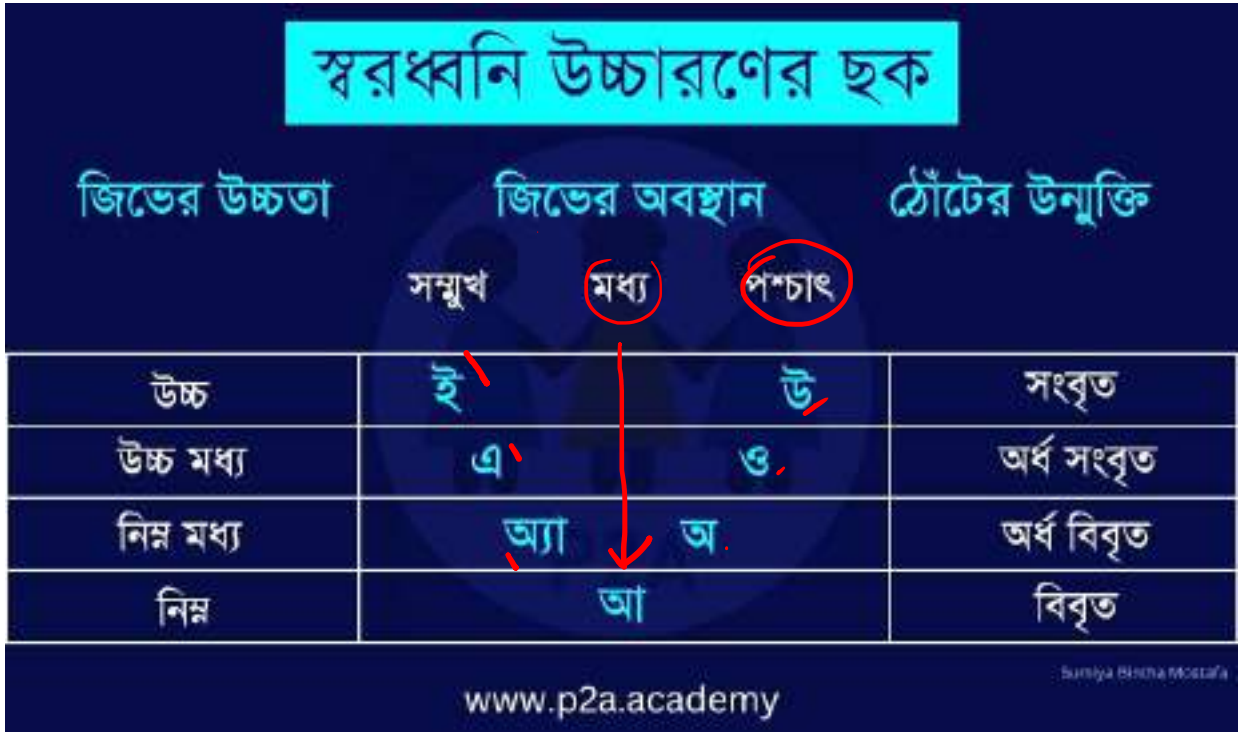

সম্মুখ স্বরধ্বনি- ই, এ, অ্যা

পশ্চাৎ স্বরধ্বনি- উ, ও, অ

কেন্দ্রীয় স্বরধ্বনি- আ

জিভের উচ্চতা অনুযায়ী স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

উচ্চ- স্বরধ্বনি: ই, উ

উচ্চমধ্য স্বরধ্বনি: এ, ও

নিম্নমধ্য স্বরধ্বনি: অ্যা, অ

নিম্ন-স্বরধ্বনি: আ

ঠোঁটের আকৃতি অনুযায়ী স্বরধ্বনির শ্রেণিবিভাগ

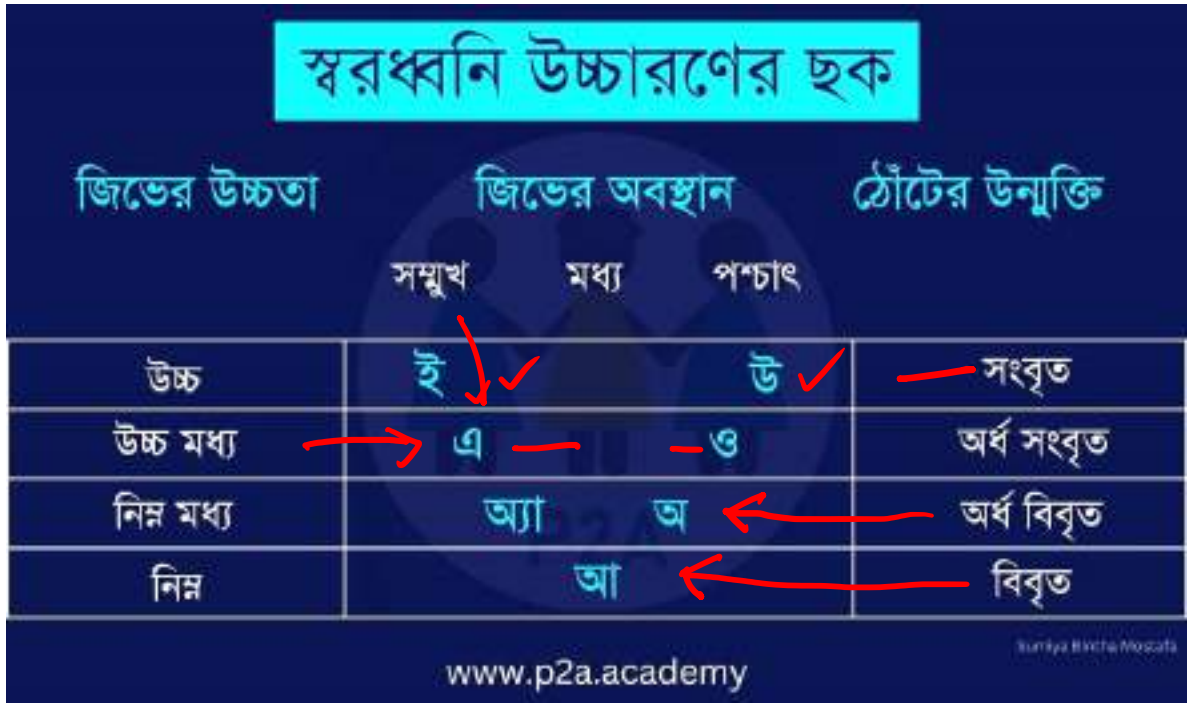

সংবৃত স্বরধ্বনি: ই, উ

অর্ধ সংবৃত স্বরধ্বনি: এ, ও

অর্ধ বিবৃত স্বরধ্বনি: অ, অ্যা

বিবৃত স্বরধ্বনি: আ

বাংলা স্বরবর্ণের উচ্চারণগত উপস্থাপনা

কণ্ঠবর্ণ	অ, আ	ওষ্ঠ্য বর্ণ-	উ, ঊ
তালব্যবর্ণ	ই, ঈ	কণ্ঠতালব্য বর্ণ-	এ, ঐ
মূর্ধন্য বর্ণ-	ঋ	কণ্ঠৌষ্ঠ্য বর্ণ-	ও, ঔ

৪৩ বিসিএস

নিম্ন বিবৃত স্বরধ্বনি কোনটি?

ক) আ

খ) এ

গ) ই

ঘ) অ্যা

৪৫ বিসিএস

উচ্চারণের রীতি অনুযায়ী নিচের কোনটি উচ্চমধ্য-সম্মুখ স্বরধ্বনি-

ক) আ

খ) এ

গ) অ

ঘ) ও

স্বরধ্বনি

বাংলা বর্ণমালায় ব্যঞ্জনবর্ণ

পূর্ণমাত্রা: ৩২ – ৬ → ২৬

অর্ধমাত্রা: ৮ – ২ – ৭

মাত্রাহীন: ১০ – ৪ – ৬

P2A

পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন বর্ণ

মাত্রার নাম	মাত্রার সংখ্যা	স্বরবর্ণে মাত্রার সংখ্যা	ব্যঞ্জনবর্ণে মাত্রার সংখ্যা
পূর্ণমাত্রার বর্ণ	৩২ টি	৬ টি	২৬ টি
অর্ধমাত্রার বর্ণ	৮ টি	১ টি	৭ টি
মাত্রাহীন বর্ণ	১০ টি	৪ টি	৬ টি

P2A

ঋ

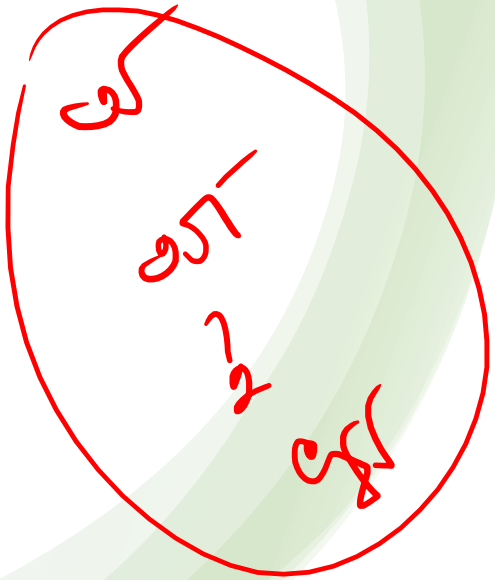

বাংলায় ঋ ধ্বনিকে স্বরধ্বনি বলা চলেনা।

সংস্কৃতে এই ধ্বনিটি স্বরধ্বনিরূপে উচ্চারিত হয়।

সংস্কৃত প্রয়োগ অনুসারেই বাংলা বর্ণমালায় এটি স্বরবর্ণের মধ্যে রক্ষিত হয়েছে।

ব্যঞ্জনবর্ণ

মৌলিক ধ্বনি

- ভাষার ক্ষুদ্রতম একককে ধ্বনি বলে। **বাংলা ভাষায় ৩৭টি মৌলিক ধ্বনি রয়েছে।**
- এই ধ্বনিগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়: স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি।
- **মৌলিক স্বরধ্বনি ৭টি এবং মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি।**
- মৌলিক **ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি:** [প], [ফ], [ব], [ভ],[ত] [থ], [দ], [ধ], [ট], [ঠ], [ড], [ঢ], [চ], [ছ], [জ], [ঝ], [ক], [খ], [গ], [ঘ], [ম], [ন], [ঙ] [স্], [শ], [হ্], [ল], [র], [ড়], [ঢ়]
- **ণ, য, ষ, ৎ, ংং, ঃঃ, ঁঁ, ঞ, য়**

৬টি ফলা

য-ফলা

ব-ফলা

র-ফলা

ন-ফলা

ল-ফলা

ম-ফলা

ব্যঞ্জনবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ

ফলা

অনুবর্ণ

- **ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম অনুবর্ণ।**
- **অনুবর্ণের মধ্যে রয়েছে ফলা, রেফ ও বর্ণসংক্ষেপ।**
- **ফলা:** ব্যঞ্জনবর্ণের কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ অন্য ব্যঞ্জনের নিচে অথবা ডান পাশে ঝুলে থাকে, সেগুলোকে ফলা বলে, যেমন – ন-ফলা (,), ব-ফলা (), ম-ফলা (J), য-ফলা (), র ফলা (এ), ল-ফলা)।
- **রেফ:** র-এর একটি অনুবর্ণ রেফ (ˊ)।
- **বর্ণসংক্ষেপ:** যুক্তবর্ণ লিখতে অনেক সময়ে বর্ণকে সংক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়। এগুলো বর্ণসংক্ষেপ। যেমন – ও, দ, ন, ম, স। ইত্যাদি। এছাড়া ও বর্ণটি ত-এর একটি বর্ণসংক্ষেপ, যা বাংলা বর্ণমালায় স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে স্বীকৃত।

যুক্তবর্ণ ও সংখ্যাবর্ণ

যুক্তবর্ণ

একাধিক বর্ণ যুক্ত হয়ে যুক্তবর্ণ তৈরি হয়। যুক্ত হওয়া বর্ণগুলোকে দেখে কখনো সহজে চেনা যায়, কখনো সহজে চেনা যায় না। **যুক্তবর্ণ দুই রকম: স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ।**

স্বচ্ছ যুক্তবর্ণ: ক্ক, চ্চ, জ্জ, স্ট, স্ত, স্প, ল্ল, স্ট, ইত্যাদি

অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ: ক্ত(কৃ+ত), ক্র(কৃ+র), ক্ষ(ক+ষ), ক্ষ্ম(ক++ম), ক্স(ক+স), গ্ধ (গ+ধ), ঙ্ক (ঙ+ক), ঙ্গ (ঙ+গ), জ্ঞ (জ+ঞ), ঞ্চ (ঞ+চ), ঞ্ছ (ঞ+ছ), ঞ্জ (ঞ+জ),

সংখ্যাবর্ণ

বাংলা ভাষায় সংখ্যা নির্দেশের জন্য **দশটি সংখ্যাবর্ণ রয়েছে**। যথা: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০।

যুক্তব্যঞ্জন ও যুগ্মব্যঞ্জন

- **যুক্তব্যঞ্জন:** দুটি ভিন্ন বর্গের বা গোত্রের ব্যঞ্জন যুক্ত হলে তাকে যুক্তব্যঞ্জন বলে। যেমন: ক্ল, ক্র, প্ত ইত্যাদি

- **যুগ্মব্যঞ্জন:** দুটি সমবর্গীয় ব্যঞ্জন যুক্ত হলে তাকে যুগ্মব্যঞ্জন বলে। যেমন: ক্ক, ল্ল, প্প ইত্যাদি

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

অনুবর্ণ

ব্যঞ্জনবর্ণের বিকল্প রূপের নাম অনুবর্ণ। অনুবর্ণের মধ্যে রয়েছে ফলা, রেফ ও বর্ণসংক্ষেপ।

ফলা: ব্যঞ্জনবর্ণের কিছু সংক্ষিপ্ত রূপ অন্য ব্যঞ্জনের নিচে অথবা ডান পাশে ঝুলে থাকে, সেগুলোকে ফলা বলে। যেমন – ন-ফলা (্ন), ব-ফলা (্ব), ম-ফলা (্ম), য-ফলা (্য), র-ফলা (্র), ল-ফলা (্ল)।

রেফ: র-এর একটি অনুবর্ণ রেফ (র্)।

বর্ণসংক্ষেপ: যুক্তবর্ণ লিখতে অনেক সময়ে বর্ণকে সংক্ষেপ করার প্রয়োজন হয়। এগুলো বর্ণসংক্ষেপ। যেমন – ঙ, দ, ন, ম, ত, ল ইত্যাদি। এছাড়া ৎ বর্ণটি ত-এর একটি বর্ণসংক্ষেপ, যা বাংলা বর্ণমালায় স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে স্বীকৃত।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

যুক্তবর্ণ

একাধিক বর্ণ যুক্ত হয়ে যুক্তবর্ণ তৈরি হয়। যুক্ত হওয়া বর্ণগুলোকে দেখে কখনো সহজে চেনা যায়, কখনো সহজে চেনা যায় না। এদিক দিয়ে যুক্তবর্ণ দুই রকম: স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ।

স্বচ্ছ যুক্তবর্ণ: ক্ট, জ্জ, জ্ব, ঞ্ঝ, ড্ড, ণ্ট, ণ্ঠ, দ্দ, দ্ব, দ্ম, ন্ঠ, ন্ড, ন্স, প্ট, প্ত, প্ন, প্স, ব্জ, ব্দ, ম্ফ, ল্ক, ল্গ, ল্ট, ল্ড, ল্প, ল্ফ, শ্চ, শ্ছ, ষ্ট, ষ্ঠ, ষ্ফ, স্খ, স্ট, স্ফ ইত্যাদি।

অস্বচ্ছ যুক্তবর্ণ: ক্ত (ক্+ত), ক্ম (ক্+ম), ক্র (ক্+র), ক্ষ (ক্+ষ), ক্ষ্ম (ক্+ষ্+ম), ক্স (ক্+স), গু (গ্+উ), গ্ধ (গ্+ধ), ঙ্ক (ঙ্+ক), ঙ্গ (ঙ্+গ), জ্ঞ (জ্+ঞ), ঞ্চ (ঞ্+চ), ঞ্ছ (ঞ্+ছ), ঞ্জ (ঞ্+জ), ট্ট (ট্+ট), ত্ত (ত্+ত), ত্থ (ত্+থ), ত্র (ত্+র), ণ্ড (ণ্+ড), দ্ধ (দ্+ধ), ন্ধ (ন্+ধ), ব্ধ (ব্+ধ), ভ্র (ভ্+র), ভ্রূ (ভ্+র্+ঊ), রু (র্+উ), রূ (র্+ঊ), শু (শ্+উ), ষ্ণ (ষ্+ণ), হু (হ্+উ), হৃ (হ্+ঋ), হ্ন (হ্+ন), হ্ম (হ্+ম) ইত্যাদি।

সংখ্যাবর্ণ

বাংলা ভাষায় সংখ্যা নির্দেশের জন্য দশটি সংখ্যাবর্ণ রয়েছে। যথা: ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ০।

ব্যঞ্জনধ্বনি

২৫

ধ্বনি	উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
		অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য ধ্বনি	কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য ধ্বনি	তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য ধ্বনি	মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য ধ্বনি	দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য ধ্বনি	ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

স্পর্শ বর্ণ- ক থেকে ম পর্যন্ত ২৫ টি বর্ণ উচ্চারণের সময় জিভের কোনো না কোনো অংশের সঙ্গে কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠের কারোর না কারোর সাথে **স্পর্শ** ঘটে।

তাই এদের **স্পর্শ** বর্ণ বলা হয়।

উচ্চারণের স্থান অনুযায়ী এই ২৫ টি বর্ণকে ৫ ভাগে ভাগ করা হয়। প্রতিটি ভাগকে বলা হয় বর্গ।

জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য ধ্বনি	কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য ধ্বনি	তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য ধ্বনি	মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য ধ্বনি	দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য ধ্বনি	ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

স্পর্শ ব্যঞ্জন/ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন

বাংলা একাডেমির ব্যাকরণ অনুসারে ১৬ টি

নতুন বোর্ড বইয়ে ২০ টি

পুরাতন বোর্ড বইতে ২৫টি

উচ্চারণরীতি

স্পর্শ ধ্বনি- ২৫ / ২০ / ১৬

নাসিক্য- (ঙ, ন, ম)- ধ্বনি, বর্ণ - ৫, ৭

কম্পনজাত ধ্বনি- ড়

তাড়নজাত ধ্বনি- ড়, ঢ়

পার্শ্বিক ধ্বনি- ল

উষ্মবর্ণ- শ, ষ, স, হ / উষ্মধ্বনি - শ, স, হ

শিসবর্ণ- শ, ষ, স শিস - (শ, স) - ধ্বনি

ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন: চ ,ছ ,জ , ঝ (এই চারটি বর্ণ উচ্চারণের সময় বাগযন্ত্রে যে সামান্য ঘর্ষণ হয়, সেই নিশ্বাসে উষ্মধ্বনির স্পর্শ লাগে এজন্য উক্ত চারটি বর্ণ কে ঘৃষ্ট বর্ণ বলে)

০-১৬

উচ্চারণরীতি

অন্তঃস্থ বর্ণ- য, র, ল, ব

পরাশ্রয়ী ধ্বনি- ং, ঃ, ঁ

তরল স্বর- র, ল

তাড়নজাত ধ্বনি	কম্পনজাত ধ্বনি	পার্শ্বিক ধ্বনি	উষ্ম ধ্বনি	অন্তঃস্থবর্ণ	পরাশ্রয়ী বর্ণ
ড়	র	ল	শ	য	ং
ঢ়			স	র	ঃ
			হ	ল	ঁ
			শ, স শিস ধ্বনি	ব	

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

ব্যঞ্জনধ্বনিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন, নাসিক্য ব্যঞ্জন, উষ্ম ব্যঞ্জন, পার্শ্বিক ব্যঞ্জন, কম্পিত ব্যঞ্জন, তাড়িত ব্যঞ্জন ইত্যাদি।

স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্প্রত্যঙ্গ পরস্পরের সংস্পর্শে এসে বায়ুপথে বাধা তৈরি করে, সেগুলোকে স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন বলে। এগুলো স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি নামেও পরিচিত। পথ, তল, টক, চর, কল শব্দের প, ত, ট, চ, ক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি। উচ্চারণস্থান অনুযায়ী এগুলোকে ওষ্ঠ স্পৃষ্ট, দন্ত স্পৃষ্ট, মূর্ধা স্পৃষ্ট, তালু স্পৃষ্ট এবং কণ্ঠ স্পৃষ্ট – এই পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়, যথা –

ওষ্ঠ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন: প, ফ, ব, ভ
দন্ত স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন: ত, থ, দ, ধ
মূর্ধা স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন: ট, ঠ, ড, ঢ
তালু স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন: চ, ছ, জ, ঝ
কণ্ঠ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন: ক, খ, গ, ঘ

নাসিক্য ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে আসা বাতাস মুখের মধ্যে প্রথমে বাধা পায় এবং নাক ও মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়, সেসব ধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঞ্জন বলে। মা, নতুন, হাঙর প্রভৃতি শব্দের ম, ন, ঙ নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

উষ্ম ব্যঞ্জন

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে দুটি বাক্‌প্রত্যঙ্গ কাছাকাছি এসে নিঃসৃত বায়ুতে ঘর্ষণ সৃষ্টি করে, সেগুলোকে উষ্ম ব্যঞ্জন বলে। সালাম, শসা, হুঙ্কার প্রভৃতি শব্দের স, শ, হ উষ্ম ধ্বনির উদাহরণ। উচ্চারণস্থান অনুসারে উষ্ম ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোকে দন্তমূলীয় (স), তালব্য (শ), এবং কণ্ঠনালীয় (হ) – এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলোর মধ্যে স এবং শ-কে আলাদাভাবে শিস ধ্বনিও বলা হয়ে থাকে। কারণ স, শ উচ্চারণে শ্বাস অনেকক্ষণ ধরে রাখা যায় এবং শিসের মতো আওয়াজ হয়।

পার্শ্বিক ব্যঞ্জন

যে ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভের ডগা দন্তমূল স্পর্শ করে এবং ফুসফুস থেকে আসা বাতাস জিভের দুই পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়, তাকে পার্শ্বিক ব্যঞ্জন বলে। লাল শব্দে ল পার্শ্বিক ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

কম্পিত ব্যঞ্জন

যে ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে জিভ একাধিক বার অতি দ্রুত দন্তমূলকে আঘাত করে বায়ুপথে বাধা সৃষ্টি করে, তাকে কম্পিত ব্যঞ্জন বলে। কর, ভার, হার প্রভৃতি শব্দের র কম্পিত ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ।

২০২২

উচ্চারণের স্থান (৭ প্রকার)

কণ্ঠ্য ব্যাঞ্জন -ক খ গ ঘ ঙ

কণ্ঠ্যনালীয় ব্যাঞ্জন- হ

তালব্য ব্যাঞ্জন- চ ছ জ ঝ শ

মূর্ধন্য ব্যাঞ্জন -ট ঠ ড ঢ ড় ঢ়

দন্ত্য ব্যাঞ্জন- ত থ দ ধ

দন্ত্যমূলীয় - ন র ল স

ওষ্ঠ্য- প ফ ব ভ ম

জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য ধ্বনি	কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য ধ্বনি	তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য ধ্বনি	মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য ধ্বনি	দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য ধ্বনি	ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

স্বরতন্ত্রীর অবস্থা (ঘোষ-অঘোষ) (নতুন ব্যাকরণ)

ধ্বনি	উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
		অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য ধ্বনি	কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য ধ্বনি	তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য ধ্বনি	মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য ধ্বনি	দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য ধ্বনি	ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

ঘোষ: ম, ন, র, ল, ড়, ঢ়, ঙ, হ

অঘোষ - শ স

ফুসফুসতাড়িত বাতাসের চাপ (অল্পপ্রাণ-মহাপ্রাণ) (নতুন ব্যাকরণ)

ধ্বনি	উচ্চারণ স্থান	অঘোষ		ঘোষ		
		অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ	নাসিক্য
জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য ধ্বনি	কণ্ঠ	ক	খ	গ	ঘ	ঙ
তালব্য ধ্বনি	তালু	চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
মূর্ধন্য ধ্বনি	মূর্ধা	ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
দন্ত্য ধ্বনি	দন্ত	ত	থ	দ	ধ	ন
ওষ্ঠ্য ধ্বনি	ওষ্ঠ	প	ফ	ব	ভ	ম

অল্পপ্রাণ- স ড় শ

মহাপ্রাণ- ঢ়, হ

বাংলা ভাষার ব্যাকরণ ও নির্মিতি

৩. ধ্বনির কম্পনমাত্রা অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে স্বরযন্ত্রের ধ্বনিদ্বারে বায়ুর কম্পন কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: ঘোষ ও অঘোষ।

ঘোষ ব্যঞ্জন

যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত বেশি, সেসব ধ্বনিকে বলা হয় ঘোষধ্বনি। যথা: ব, ভ, ম, দ, ধ, ন, র, ল, ড, ঢ, ড়, ঢ়, জ, ঝ, গ, ঘ, ঙ, হ ।

অঘোষ ব্যঞ্জন

যেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ধ্বনিদ্বারের কম্পন অপেক্ষাকৃত কম, সেসব ধ্বনিকে বলা হয় অঘোষধ্বনি, যথা: প, ফ, ত, থ, স, ট, ঠ, চ, ছ, শ, ক, খ।

৪. ধ্বনি সৃষ্টিতে বায়ুর প্রবাহ অনুযায়ী বিভাজন

ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময়ে বায়ুপ্রবাহের বেগ কমবেশি হওয়ার ভিত্তিতে ব্যঞ্জনধ্বনিকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়: অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ।

অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন

সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহের মাত্রা অপেক্ষাকৃত কম, সেগুলোকে বলা হয় অল্পপ্রাণ ধ্বনি। যেমন – প, ব, ত, দ, স, ট, ড, ড়, চ, জ, শ, ক, গ ইত্যাদি।

মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন

সেসব ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে ফুসফুস থেকে নির্গত বায়ুপ্রবাহ অপেক্ষাকৃত বেশি, সেগুলোকে বলা হয় মহাপ্রাণ ধ্বনি। যেমন – ফ, ভ, থ, ধ, ঠ, ঢ, ঢ়, ছ, ঝ, খ, ঘ, হ ইত্যাদি।

আঃ উঃ

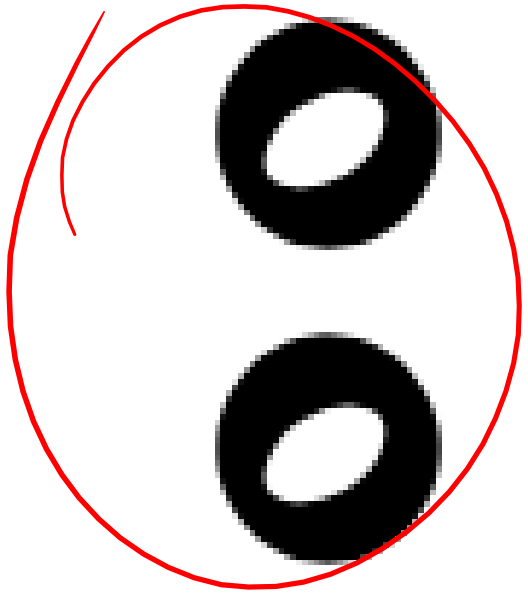

হ এর উচ্চারণে প্রাপ্ত ধ্বনি।

হ এর উচ্চারণ ঘোষ কিন্তু বিসর্গ অঘোষ।

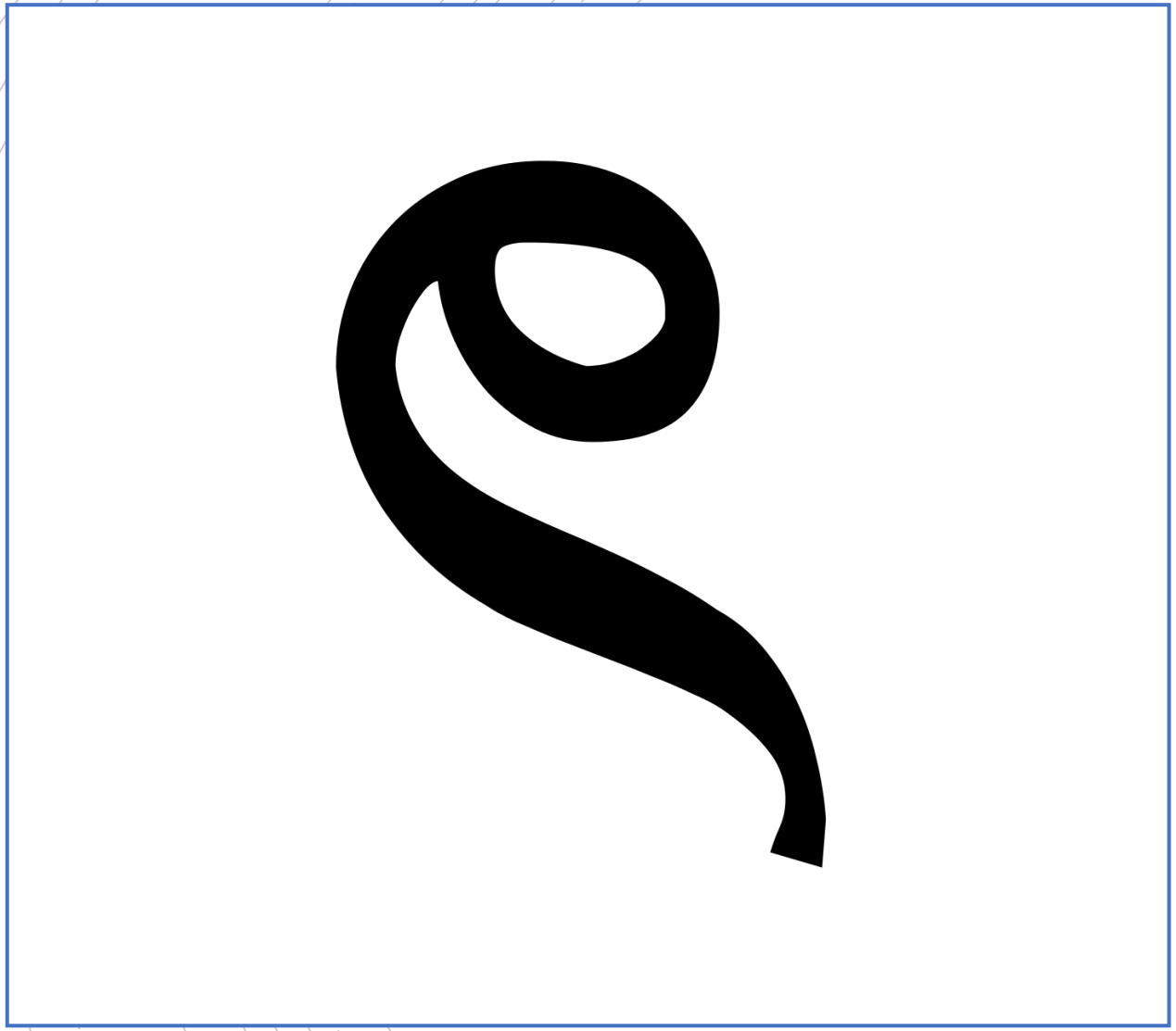

ৎ

ত এর হস রূপ

এক নজরে

১। বাংলা ভাষায় বর্ণমালা- ৯

২। বাংলা ভাষায় মোট বর্ণ - ৫০

৩। বাংলা ভাষায় মৌলিক ধ্বনি- ৩৭

৪। বাংলা ভাষায় বর্ণ - ৩৭

৫। স্বরবর্ণ- ১১

৬। মৌলিক স্বরধ্বনি – ৭

৭। ব্যঞ্জন বর্ণ- ৩৭

৮। মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি- ৩০

৯।হ্রস্বস্বর ৪টি– ই, উ, অ, ঋ

১০। দীর্ঘস্বর ৭টি-

১১। যৌগিক স্বরবর্ণ/যৌগিক স্বরজ্ঞাপক- ৩, ২

১২। যৌগিক স্বরধ্বনি/ দ্বিস্বর/যুগ্মস্বর/ সান্ধ্যস্বর-

১৩। অর্ধস্বর ধ্বনি ৪টি-

১৪। সম্মুখ স্বরধ্বনি ৩টি-

১৫। পশ্চাৎ স্বরধ্বনি-

১৬। কেন্দ্রীয়স্বরধ্বনি -

১৭। উচ্চ-স্বরধ্বনি-

১৮। উচ্চমধ্য স্বরধ্বনি ২টি- এ, ও

১৯। নিম্নমধ্য স্বরধ্বনি ২টি- অ্যা, অ

২০। নিম্ন-স্বরধ্বনি ১টি- আ

২১। সংবৃত স্বরধ্বনি ২টি- ই, উ

২২। অর্ধসংবৃত স্বরধ্বনি ২টি- এ, ও

২৩। অর্ধবিবৃত স্বরধ্বনি ২টি- অ্যা, অ

২৪। বিবৃত স্বরধ্বনি ১টি- আ

২৫। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ বা কার- ১০

২৬। স্বরবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ বা কার হয়না- ৩৫

২৭। স্বরবর্ণের পূর্ণরূপ আছে- ১১

২৮। ব্যঞ্জর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ- ২৫৫

২৯। পূর্ণমাত্রা বর্ণ মোট- ৩২

৩০। অর্ধমাত্রার বর্ণ মোট -

৩১। মাত্রাহীন বর্ণ- ১০

৩২। পূর্ণমাত্রার স্বরবর্ণ- ৬

৩৩। পূর্ণমাত্রার ব্যঞ্জনবর্ণ- ২৮

৩৪। অর্ধমাত্রার স্বরবর্ণ ১টি- ঃ

৩৫। অর্ধমাত্রার ব্যঞ্জনবর্ণ – ৭

৩৬। মাত্রাহীন স্বরবর্ণ- ৭

৩৭। মাত্রাহীন ব্যঞ্জনবর্ণ- ৬

৩৮। বর্গীয় বর্ণ মোট-

৩৯। স্পর্শ ব্যঞ্জন-

৪০। অন্তঃস্থ বর্ণ ৪টি— য, র, ল, ব (৪১। শিসধ্বনি-

৪২। নাসিক্য বা আনুনাসিক ধ্বনি –

৪৩। নাসিক্য বর্ণ-

৪৪। উষ্ম বর্ণ ৪টি– শ, ষ, স, হ

৪৫। শিস বর্ণ ৩টি- শ, স, ষ

৪৬। পার্শ্বিকধ্বনি- ল

৪৭। কম্পনজাত ধ্বনি- র

৪৮। তরল ধ্বনি ২টি – র, ল

৪৯। তাড়নজাত/ তাড়িত ধ্বনি বা বর্ণ – ড় ঢ়

৫০। পরাশ্রয়ী বর্ণ- ং ঃ ঁ

880
2028
880